দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...02 JUL 2005...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ ...

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন আইন প্রসঙ্গে

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক নিবন্ধন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের ফলে এখন থেকে পরীক্ষার মাধ্যমে বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। নিঃসন্দেহে এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। পাবলিক পরীক্ষায় যেনতেনভাবে সার্টিফিকেট অর্জন করে এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটিকে মোটা অংকের ডোনেশন বা উৎকোচ দিয়ে শিক্ষক হবার পথ পুরোপুরি না হলেও কিছুটা বন্ধ হবে। তবে নিবন্ধন প্রক্রিয়া এবং এজন্য পরীক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ নিয়ে কিছু সমস্যা ও জটিলতা রয়েছে।

পরীক্ষা পদ্ধতিতে ২০০ নম্বরের মধ্যে ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষা (বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান ও গণিত,সাধারণ জ্ঞান) এবং বাকি ১০০ নম্বরের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের রচনামূলক পরীক্ষা। এমসিকিউ সবার জন্য আবশ্যিক এবং এ নিয়ে কোনো সমস্যা বা জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। জটিলতা রয়েছে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা নিয়ে। কারণ কলেজ এবং আলিম, ফাজিল ও কামিল মদ্রাসায় বিষয়ভিত্তিক প্রভাষক নিয়োগের বিধান থাকলেও স্কুল এবং দাখিল মদ্রাসায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক বলে কোনো বিধান নেই। এখানে সবাই সহকারী শিক্ষক এবং একজন শিক্ষক স্কুলে বিভিন্ন ক্লাসে একাধিক বিষয়ে পাঠদান করে থাকেন। স্কুলে শুধুমাত্র বিএসসি (গণিত ও বিজ্ঞান) এবং কমার্স বিষয়ের শিক্ষকের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। স্কুলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হলে বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে, যা কোনোক্রমেই বর্তমান জনবল কাঠামো অনুযায়ী সম্ভব নয়। আর জনবল কাঠামোর বাইরে অতিরিক্ত শিক্ষকের এমপিওভুক্তি নিয়েও সমস্যা সৃষ্টি হবে।

স্কুলের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ এবং পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আরো একটি সমস্যা দেখা দেবে, যার সমাধান দেয়া খুবই জটিল হবে। স্কুলের ক্ষেত্রে প্রার্থীর যোগ্যতা স্নাতক (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা প্রশিক্ষণবিহীন) পাস। একজন পরীক্ষার্থী স্নাতক পর্যায়ে এমন বিষয় (আবশ্যিক বাংলা ও ইংরেজি ছাড়া) নিয়ে পাস করেছেন, যে বিষয়গুলো স্কুলে পাঠ্য নেই। তাই স্কুলের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক নিয়োগ এবং পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে ১০০ নম্বরের এমসিকিউ এবং বাকি ১০০ নম্বর প্রার্থীর এসএসসি থেকে স্নাতক পাস পর্যন্ত একাডেমিক ক্যারিয়ার এর ওপর মূল্যায়নভিত্তিক নম্বর (যা বিসিএস 'বিশেষ' পরীক্ষার অনুরূপ) দেবার ব্যবস্থা করা হোক।

স্কুলের ক্ষেত্রে প্রার্থীর যোগ্যতা নিরূপণে দ্বৈতনীতির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্নাতকসহ বিএড এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু স্নাতক পাস। বিএড মূলত প্রশিক্ষণমূলক একটি সার্টিফিকেট, যা কোনো শিক্ষক পরবর্তী সময়ে চাকরিরত অবস্থায়ও অর্জন করতে পারেন। বিএড বাধ্যতামূলক হলে অনেক মেধাবী প্রার্থী শিক্ষা জীবনে দু-তিনটি প্রথম বিভাগ পেয়েও নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগটুকুও পাবেন না। অথচ বিএড ডিগ্রি ছাড়াই অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী শুধু স্নাতক পাস করেই বিসিএস (সাধারণ)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং উত্তীর্ণ হয়ে চাকরিও করতে পারেন। ইনডেক্সধারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে নিবন্ধন আইন প্রযোজ্য নয়। তবে এক্ষেত্রে বলা হয়েছে, ইনডেক্সধারী শিক্ষকরা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করতে পারবেন তবে এটা শুধু অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; প্রবেশকালীন চাকরির ক্ষেত্রে তাঁরা প্রতিযোগী হতে পারবেন না। এ নিয়মটি যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষক প্রতিষ্ঠান (কলেজ বা স্কুল) পরিবর্তন করে থাকেন অপেক্ষাকৃত ভালো প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য। তাই ইনডেক্সধারী শিক্ষকরা যাতে অভিজ্ঞ শিক্ষক (বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এরকম পদের যদিও তেমন সুযোগ নেই) এবং প্রবেশকালীন উভয়ক্ষেত্রে আগের ইনডেক্স বহাল রেখে যে কোনো প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার আগে উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে এ সংক্রান্ত একটি সংশোধিত নীতিমালা অবিলম্বে প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এম এ হামিদ খান,
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ,
ধনবাড়ি কলেজ, টাঙ্গাইল।